বাকশাল থেকে স্বৈরাচার

আরিফ হোসেন সবুজ

আলোর ঠিকানা
প্রকাশনী

সূচীপত্র

- ফুটানি ০৭
- ওরা খুনি ০৮
- ফেলে গেছে দেশ ০৯
- গুজব ১০
- স্বাধীনতার ঘোষণা ১১
- প্রতিশোধ ১২
- বিপ্লবী নাম ১৩
- যা চলে ১৪
- কাপুরুষ ১৫
- খুনি ১৬
- ছাত্রসমাজ ১৭
- চব্বিশের বিপ্লব ১৮
- তুই অমানুষ ১৯
- ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ২০
- গর্জে ওঠো বীর জনতা ২২
- মুক্ত স্বদেশ ২৩
- পালটে যাবে ২৪
- বিজয়ের উল্লাস ২৫
- আপস ২৬
- সংবিধান ২৭
- হাতে রাখো হাত ২৮
- বিবেক ২৯
- স্বাধীন জন্মভূমি ৩০
- টগবগিয়ে জ্বলছে ৩১
- বিচার ৩২
- অপেক্ষা ৩৩
- ওদের বিজয় ৩৪
- শিক্ষা ৩৫
- শির উঁচু বীর ৩৬
- আমায় বলে জাগ ৩৭
- নিষিদ্ধ হোক ৩৮
- হৃদয়ে জ্বলছে আগুন ৩৯
- বিশ্বাসঘাতক ৪০
- দুর্ভাগ্য ৪১
- ফুঁসে ওঠা আগুন ৪২
- স্বাধীনতার মৃত্যু ৪৪
- প্রতিবাদী বীর ৪৫
- দেখতে তুমি মানুষই তো ৪৬
- বিদ্রোহ তোর গদির সাথে ৪৭
- মাত্রচিত্র ও স্বাধীনতা ৪৯
- কুলাঙ্গার ৫০
- খুনির বিচার ৫১
- অপকর্ম ৫২
- কাঁদছে বাবা ৫৩
- শহিদ ৫৪
- বিপ্লব ৫৫
- কান্দে মা-বাপ ৫৬
- ফাঁসি ৫৭
- আদানি ৫৮
- মুখোশ ৫৯
- মুজিববাদ ৬০
- মারল মানুষ ৬১
- ধৈর্য ৬২
- লাশের ওপর লাশ পড়েছে ৬৩
- বীর ৬৫
- দুর্গম গিরিপথ ৬৬
- প্রিয়তমা ৬৭
- জীবনানন্দ দাশ ৬৮

- প্রিয়তমা আমার ৬৯
- আমাদের এই বাংলাদেশ ৭০
- শকুনের হাত ৭২
- এই মিছিলে আসবে সবাই ৭৩
- কালবোশেখি ঝড় ৭৪
- শীঘ্রই একটি সমাবেশ হবে ৭৫
- বীর শহিদের ইতিহাস ৭৬
- কবি ৭৭
- যুদ্ধ ৭৮
- পুনর্বাসন ৭৯
- চব্বিশে ৮০
- জবাব ৮১
- দিল্লি ৮২
- কথার লড়াই ৮৩
- সজাগ থেকো ৮৪
- আধিপত্য ৮৫
- চেতনা ৮৬
- রক্তে আগুন ৮৭
- রাসুল মুহাম্মদ ৮৮
- ইতিহাস ৮৯
- পরিচয় ৯০
- রক্তদান ৯১
- মজলুম ৯২
- ষোলো বছর ৯৩
- ছত্রিশে জুলাই ৯৪
- বাকশাল ৯৫
- বাকশাল থেকে স্বৈরাচার ৯৬

ফুটানি

ওদের আজও খুব ফুটানি
যাচ্ছে কথা চালিয়ে,
যাদের রেখে এতিম করে
নেত্রী গেল পালিয়ে!

ওরা খুনি

স্বৈরাচারের দোসরদের জন্য
এই শহরে প্রেম নিষিদ্ধ, আলাপ নিষিদ্ধ,
ওরা পরিশুদ্ধ হয়ে আসুক অন্য কোনো পরিচয়ে!

কিন্তু ওরা কীভাবে পরিশুদ্ধ হবে?
কোন পানিতে গোসল করবে?
বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
কেউ ওদের গ্রহণ করবে না,
ওরা খুনি!

চব্বিশের বিপ্লব

চব্বিশ এল, বিপ্লব হলো, উঠল মানুষ হেসে
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে ভোর এসেছে দেশে!
পালিয়েছে স্বৈরাচারী
রক্তখেকো জুলুমকারী
বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে কাপুরুষের বেশে!

গড়তে হবে এদেশ আবার
নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে,
সুশিক্ষিত জাতি গড়ার
উপযুক্ত দীক্ষা দিয়ে,
লড়তে হবে ঐক্য হয়ে
বিভাজনের বিষ ছড়ালে ভিনদেশি কেউ এসে।
চব্বিশ এল, বিপ্লব হলো, উঠল মানুষ হেসে।

এক হয়েছি দেশের মানুষ
জাত ভেদাভেদ মত ভুলে,
অমানিশা রুখব সদা
সাম্য-ন্যায়ের পথ খুলে।

বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশও
মাথা উঁচু দেশ হবে,
সততা ও দক্ষতারই
জয়জয়কার পেশ হবে,
ভরতে হবে দেশপ্রেমে বুক
চলতে হবে সম্ভাবনার সময়কালকে ঘেঁষে।
চব্বিশ এল, বিপ্লব হলো, উঠল মানুষ হেসে।

মুক্ত স্বদেশ

সমন্বয়ক যোদ্ধা যারা
সবার প্রতি শ্রদ্ধা,
বাংলাদেশের সব মানুষের
তোমরা মনের বোদ্ধা।

তোমরাই তো পথ দেখালে
সাহস নিয়ে লড়তে,
অত্যাচারের শিকল ভেঙে
মুক্ত স্বদেশ গড়তে।

বিপ্লবী এই আহ্বানে
সংগ্রামীরা ছুটল,
নির্দ্বিধায়ে প্রাণ বিলিয়ে
সকল আঁধার টুটল।

অপেক্ষা

শহিদ হওয়া ছেলের ছবি
বুকে জড়াই কান্দে মা,
ছেলের জন্য হিসেব করে
এখনো ভাত রান্ধে মা!

রাস্তা চেয়ে বসে থাকে
একটিবারও হাসে না,
মায়ের মনে দুঃখ জমা
ছেলেটা আর আসে না!

নিষিদ্ধ হোক

নিষিদ্ধ হোক মদের বোতল
নিষিদ্ধ হোক দালালি,
নিষিদ্ধ হোক স্বৈরাচারী
দেশটা যারা জ্বালালি!

নিষিদ্ধ হোক দেশ বিকানো
মুখোশপরা দাদারা,
ঢাবির ভিসি, জাবির ভিসি
রাবির ভিসি গাধারা।

নিষিদ্ধ হোক যৌনপল্লি
নিষিদ্ধ হোক দুর্নীতি,
নিষিদ্ধ হোক ছাত্র মেরে
অস্বীকারের সুরনীতি।

নিষিদ্ধ হোক হাতুড়ি আর
হেলমেটপরা বাহিনী,
নিষিদ্ধ হোক বিরোধীদের
দমন-পীড়ন কাহিনি।

নিষিদ্ধ হোক পদের বদল
শরীর দেওয়া বিলিয়ে,
নিষিদ্ধ হোক ধর্ষণ করা
সেঞ্চুরিটা মিলিয়ে।

নিষিদ্ধ হোক মন্ত্রীগুলো
ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে,
অনুতাপে উঠুক জ্বলে
সব অপরাধ গায় নিয়ে।

নিষিদ্ধ হোক গুম-খুন এবং
মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো,
ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কথা বলে
দেশের মানুষ হাসানো।

নিষিদ্ধ হোক জুলুমবাজি
বৈরী সকল পরিবেশ
মুক্ত স্বাধীন ভোরের হাওয়ায়
উঠুক হেসে বাংলাদেশ।

৩০.০৭.২৪

বিদ্রোহ তোর গদির সাথে

বিদ্রোহ তোর গদির সাথে স্বৈরাচারী
তোর মাঝে রূপ উঠল ভেসে অজ্ঞতারই।
তোর কালো দিন থাকবে স্মরণ বাংলাদেশে
ইতিহাসের পাতায় পাতায় উঠবে ভেসে।

তুই পেরেছিস মারতে মানুষ নির্বিচারে
ফাঁসিয়েছিস উলটো আরও বীর বিচারে।
জেলখানা তোর কসাইখানা বিশ্ব জানে
তোর আমলে সংঘটিত দৃশ্য জানে।

গোটা দেশই শাসন করিস ভয় দেখিয়ে
ছাত্র মারা, শিক্ষক মারার ক্ষয় দেখিয়ে
তুই অমানুষ জালিমশাহি বলতে পারি
নিরপরাধ মানুষেরও হত্যাকারী।

অগণিত পঙ্গু মানুষ আজ অসহায়
তোর কারণে নিত্য তারা কষ্ট পোহায়।
কত মায়ের অশ্রুজলের তুই অভিশাপ
বীর শহিদের ভাই-বোন এবং কাঁদতেছে বাপ!

কত জনের ব্যাবসা খেলি জোর জুলুমে
অতিষ্ঠ তাই সব মানুষই তোর জুলুমে।
তুই তো খুনি জুলুমকারী অত্যাচারী।
প্রতিবাদের আগুন দেশে জ্বলছে তারই।

তোর কারণে আজ কারাগার সমগ্র দেশ
দলান্ধতায় মেধাবীদের যোগ্যতা শেষ।
দুঃখ-শোকে অশ্রুসজল দূর প্রবাসী
মনটা ভীষণ কাঁদে তাদের বারো মাসই।

বিরোধী দল তাই বলে তো মামলা দিলি
বাড়ি আসার খবর পেয়ে হামলা দিলি।
নেই অপরাধ তবু এমন করলি কত
নজির আছে চতুর্দিকে শত শত।

রক্তখেকো পাষণ্ড তুই মুখোশপরা
অবশেষে ছলচাতুরী পড়ল ধরা।
চেতনারই ব্যাবসা করিস মিথ্যে ছলে
তোর অভিনয় দেখলে সবার চিত্ত জ্বলে।

তুই কী জিনিস বুঝে গেছে আমজনতা
তাই তোকে আর দিচ্ছে না তো দাম জনতা।
এবার যে তোর পতন হবে সবাই বলে
দেশটা ছেড়ে যা পালিয়ে বাঁচতে হলে।

০১.০৮.২৪

মাত্রচিত্র ও স্বাধীনতা

ত্রিপুরা ও আসাম আমার
আমার পশ্চিমবঙ্গ
এগুলো সব বাংলাদেশের
দেহের একেক অঙ্গ।

ভারত থেকে ফিরিয়ে তা
আনা যদ্দিন যাবে না
মাত্রচিত্র ও স্বাধীনতা
পূর্ণতা তো পাবে না।

কথাগুলো বলতে গিয়ে
কেঁদেছে যার প্রাণ
তিনি হলেন মহান নেতা
আবদুল হামিদ খান।

দিল্লি

যে দিল্লিতে খুনি রয়
সে দিল্লি তো বন্ধু নয়!